ইউনিট - ৫

ধর্মদর্শন - ৩

ভূমিকা *অন্য জন্ম = জন্মান্তর। কর্ম করলে তার ফল উৎপন্ন হয়। কর্মকর্তাকে সেই ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। কর্মফল-ভোগ একজন্মে শেষ না হলে পরবর্তী বা তার পরবর্তী জন্মে ভোগ করতে হয়। একেই বলে জন্মান্তর। জন্মান্তরের এই তত্ত্বকে জন্মান্তরবাদ বলে। শুভ কর্মের পুণ্যময় ফল ভোগ করার জন্য মৃত্যুর পর জীবাত্মা যেখানে যায় তাকে স্বর্গ বলে। পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য কর্মকর্তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ শাস্তি ভোগের স্থানটিকে বলে নরক। এ ইউনিটে জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ ও নরকের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।*

পাঠ-১ জন্মান্তরবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জন্মান্তরবাদ কি তা বলতে পারবেন।
- দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য কি তা লিখতে পারবেন।
- জন্মান্তর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্মবাদ যে জন্মান্তরবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মানুষ যে কর্ম করে সে কর্মের ফল একাধিক জন্মে ভোগ করে। এ জন্মের কর্মের ফল এ জন্মে ভোগ করা না হলে পরবর্তী কোন জন্মে তা ভোগ করতে হয়। অন্য জন্মকে বলে জন্মান্তর। জন্মান্তর সম্বন্ধে যে তত্ত্ব তাকে জন্মান্তরবাদ বলে। দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার ধ্বংস নেই। কর্মের ফল অনুসারে আত্মা নতুন দেহ আশ্রয় করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এ জন্মগ্রহণই হল জন্মান্তর। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

> 'বহুবার জন্মিয়াছি তুমি আর আমি।
> আমি জ্ঞাত আছি পার্থ ভুলিয়াছ তুমি॥' (গীতা, ৪/৫)

যে পর্যন্ত কর্মফল ভোগ বাকি থাকবে সে পর্যন্ত বার বার জন্মগ্রহণ করতে হবে। এ কথার মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের সখা এবং তার রথের সারথি এ সত্য অতিক্রম করে আরও একটি পরম সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা হল, তিনি সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। তিনি শাশ্বত, অব্যয়, পরমাত্মার প্রতীক। আবার যখন বলা হল অর্জুনেরও বহুবার জন্ম হয়েছে, এ থেকে বোঝা যায় অর্জুনের মধ্যেও পরমাত্মার ন্যায় কোন শাশ্বত বস্তু রয়েছে যা বহুবার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও নষ্ট হয়ে যায়নি। শাস্ত্রের ভাষায় জীবদেহের ঐ শাশ্বত বস্তুটি হল জীবাত্মা, সংক্ষেপে আত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বিশেষ।

দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা এবং আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব হয়। দেহহীন আত্মার কোন মূল্য নেই। আবার আত্মাহীন দেহ জড়। দেহের ভেতর যে আত্মার অবস্থান রয়েছে তা উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার। আত্মা যে দেহকে আশ্রয় করে

সেটি নশ্বর। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম- এই পাঁচটি উপাদানে গড়া দেহ। যিনি জীবদেহ ধারণ করে এসেছেন তার দেহনাশ নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। ঐ জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহে চলে যায়। মৃত ব্যক্তির জন্মও সুনিশ্চিত। জীবাত্মা পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। এ তত্ত্বই জন্মান্তরবাদ।

কামনা-বাসনাযুক্ত প্রত্যেক কর্মই সকাম কর্ম। মৃত্যুর পর আত্মাকে সমস্ত সকাম কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হয়। জীবাত্মার পক্ষে মৃত্যুর অর্থ দেহত্যাগ। জীবাত্মা কেনই বা দেহ ত্যাগ করে? গীতায় এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দেহ ত্যাগ ঘটনাটি একটি সহজ কাজ। যথা– একই দেহে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য আসে, তেমনি আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে চলে যায়। দেখা যায় লোকে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। তাই জীবাত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে।

জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মবাদ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আত্মার অবিনাশিতাবাদ ও জন্মান্তরবাদের ন্যায় কর্মবাদও হিন্দু ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। কর্মবাদের মূল কথা হল, বিশ্বজগৎ স্রষ্টার বড় কর্মক্ষেত্র। এখানে জীব ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার দ্বারা বিভিন্ন কার্য করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি কর্মে রয়েছে পৃথক পৃথক কর্মফল। হিন্দু ধর্মের মতে কর্ম করলেই কর্মফল উৎপন্ন হবে। আর কর্মকর্তাকে তা ভোগ করতে হবে। এই কর্মফল ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মানবের মুক্তি হবে না। নিষ্কামভাবে কর্ম করলে সে কর্মের যে ফল উৎপন্ন হবে তা কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হবে না। সুতরাং নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন করাই সঙ্গত কাজ। নিষ্কাম কর্ম করে জীব মুক্তি লাভ করতে পারে।

সারাংশ

যতদিন কর্মফল ভোগ শেষ না হয়, ততদিন আত্মার জন্মান্তর হবেই। জীবাত্মা পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে, হিন্দু ধর্মের এ তত্ত্বকেই বলে জন্মান্তরবাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. জীবদেহের শাশ্বত বস্তুটি কি?
ক. জীবাত্মা খ. আত্মা
গ. পরমাত্মা ঘ. প্রেতাত্মা

২. জীবাত্মার পক্ষে মৃত্যুর অর্থ কি?
ক. দেহ নাশ খ. দেহ ত্যাগ
গ. দেহ রক্ষা ঘ. দেহ বিনাশ

৩. জীবের কর্মফল জন্মান্তরকে কি করে?
ক. পরিবর্তন খ. নিয়ন্ত্রণ
গ. নিরাময় ঘ. বাতিল

৪. নিষ্কাম কর্ম করে জীবের কি লাভ হয়?
ক. মুক্তি খ. ভক্তি
গ. খ্যাতি ঘ. প্রীতি

পাঠ-২ স্বর্গ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বর্গ কি তা বলতে পারবেন।
- স্বর্গে কি কি আছে তা বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্বর্গে কারা যেতে পারবে তা লিখতে পারবেন।
- সেখানে কি কি সুখ ভোগ করা যাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শুভ কর্মের পুণ্যময় ফল ভোগ করার জন্য মানুষ মৃত্যুর পর যে সুখময় স্থান লাভ করে তাকে স্বর্গ বলে। পাপকর্মের ফল ভোগ করার জন্য কর্মকর্তাকে নরক ভোগ করতে হয়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, স্বর্গ কামনা করে যজ্ঞ করবে। স্বর্গ কামনা করে যজ্ঞাদি করলে তার ফলে স্বর্গ লাভ হয়। স্বর্গে সুখভোগ হয়। সুখভোগের জন্য স্বর্গলোক নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। সেখানে রোগ, শোক, জ্বরা, ব্যাধি নেই, আছে শুধু সুখ।

স্বর্গ দেবতাদের বাসস্থান। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র স্বর্গে বাস করেন। ইন্দ্র যে প্রাসাদে বাস করেন তার নাম বৈজয়ন্ত। ইন্দ্রের বাহন হল হাতি, হাতিটির নাম ঐরাবত। ইন্দ্রের দেবসভার নাম সুধর্ম। স্বর্গের উদ্যানের নাম নন্দনকানন, নদীর নাম মন্দাকিনী। স্বর্গের রাজধানী অমরাবতী। পারিজাত পুষ্পের সুরভিতে স্বর্গ আমোদিত। স্বর্গবাসীদের ভোগের সামগ্রী হল সুরভী গাভীর দুগ্ধ এবং স্বর্গের অমৃতময় খাদ্য। স্বর্গে জীব চিরকাল অবস্থান করতে পারে না। পুণ্য ফলে স্বর্গবাস হয়, কিন্তু ভোগের মধ্যে দিয়ে পুণ্য ক্ষয় হয়। পুণ্য ক্ষয় হলে স্বর্গ ভোগের অবসান হয়। আর জীবকে পুনরায় মর্ত্যলোকে দেহধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের দেহ নষ্ট হয়। তখন কর্মফল ভোগের জন্য তার সূক্ষ্ম দেহের উদ্ভব ঘটে। ঐ সূক্ষ্ম দেহ নিয়েই জীব স্বর্গসুখ বা নরক যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, এ ব্যাপারে শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে-

তাঁরাই স্বর্গে যেতে পারবেন, যাঁরা সকল হিংসা ত্যাগ করেছেন, যাঁরা সহিষ্ণু হয়ে সব কিছু সহ্য করেন। যারা সকলের প্রতিপালন করেন। মোট কথা, পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রই স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

সারাংশ

পুণ্যময় কর্মের ফল ভোগ করার স্থান স্বর্গ। স্বর্গ কামনা করে যজ্ঞ করা উচিত। যজ্ঞাদি সৎ কর্মের ফল স্বর্গলাভ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. সুখ ভোগের জন্য কোন লোক নির্দিষ্ট?

ক. দেবলোক　　খ. স্বর্গলোক

গ. নরলোক　　ঘ. পরলোক

২. দেবতাদের রাজা ইন্দ্র কোথায় বাস করেন?

ক. স্বর্গলোকে　　খ. দেবলোকে

গ. দিব্যলোকে　　ঘ. অমরাবতীতে

৩. ইন্দ্রের বাহন কি?

ক. গাভী　　খ. হাতি

গ. ঘোড়া　　ঘ. মহিষ

৪. কিভাবে স্বর্গভোগের অবসান হয়?

ক. পাপ ক্ষয় হলে　　খ. তৃষ্ণা ক্ষয় হলে

গ. পুণ্য ক্ষয় হলে　　ঘ. আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে

পাঠ-৩ নরক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ♦ নরক কি তা বলতে পারবেন।
- ♦ পাপী কখন নরক থেকে মুক্তি পাবে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ♦ নরক যন্ত্রণা কেন ভোগ করতে হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নরক পাপীদের দুঃখ ভোগের স্থান। মানুষ যেমন পুণ্যকর্ম করতে পারে, তেমনি পাপকর্মও করতে পারে। পাপকর্মের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়। এ শাস্তিভোগের স্থানটিকে বলে নরক।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ৮৬ টি নরককুণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি অপরাধ ও তার জন্য কি রকম নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা বর্ণনা করা হল : যারা পরধন, পরস্ত্রী ও পর পুত্র অপহরণ করে যম পুরুষেরা তাদেরকে কঠিন পাশে আবদ্ধ করে তামিস্র নরকে ফেলে দেয়। এ নরক নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপী এখানে পতিত হয়ে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে কষ্ট পায়। যম-কিঙ্করদের হাতে নিপীড়িত হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। যারা জীবিত অবস্থায় যে প্রকারে অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করেছিল, নরকে পাপীদের যেই সেই প্রকারে শাস্তি দেওয়া হয়। তবে পাপের তারতম্য অনুসারে নরক-যন্ত্রণা ভোগেরও তারতম্য হয়ে থাকে। পাপ ভোগ শেষ হলে পাপী নরক যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তার কর্মফল অনুযায়ী জীবের পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

ভাগবতে বলা হয়েছে– নরক কোথায় অবস্থিত, কোন রকম পাপের কি রকম শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে ভাগবত-ঋষি বক্তা শুকদেব গোস্বামী বলেছেন- যমরাজ যেখানে কিঙ্করদের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিদের এনে দোষ-গুণ বিচার করেন, সেই স্থানটি নরক নামে পরিচিত। সেখানে তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন ইত্যাদি নরক রয়েছে।"

মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবের দেহ নষ্ট হয়। তখন কর্মফল ভোগের জন্য তার সূক্ষ্ম দেহের উদ্ভব হয়। ঐ সূক্ষ্ম দেহ নিয়েই জীব নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

সারাংশ

পাপ কর্মের জন্য মৃত্যুর পর পাপীকে যে স্থানে গিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাকে বলে নরক। আগেই বলেছি, কর্মফল ভোগের জন্য জীবের সূক্ষ্ম দেহের উদ্ভব হয়। এই সূক্ষ্মদেহ নিয়েই পাপী স্বর্গ বা নরক যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. মৃত্যুর পর শাস্তি ভোগের স্থানটির নাম কি?

ক. নরক   খ. নরককুণ্ড

গ. নরক স্থান   ঘ. নরলোক

২. কাদের নরকে যেতে হয়?
ক. পাপীদের খ. জ্ঞানীদের
গ. সুখীদের ঘ. দুঃখীদের

৩. জীব কি কারণে নরকগামী হয়?
ক. সুখের জন্য খ. দুঃখের জন্য
গ. মোহের জন্য ঘ. পাপের জন্য

৪. যারা পরধন অপহরণ করে তারা কোন নরকে যায়?
ক. রৌরব খ. তামিস্র
গ. কুম্ভীপাক ঘ. পুৎ

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. জন্মান্তরবাদ বলতে কি বোঝায়? তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ থেকে লিখুন]
২. দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য কি তা বিশ্লেষণ করুন। [পাঠ - ১ থেকে লিখুন]
৩. জন্মান্তর প্রক্রিয়াটি আপনার নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ থেকে লিখুন]
৪. স্বর্গ কাকে বলে? শাস্ত্রানুসারে স্বর্গের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২-এর ২য় অনুচ্ছেদ দেখুন]
৫. নরক বলতে কি বুঝায়? নরকের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ৩ থেকে লিখুন]
৬. **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দিন :**
   ক. জন্মান্তরবাদ কাকে বলে? [পাঠ-১ এর প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন]
   খ. জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [পাঠ-১ এর শেষ অংশ দেখুন]
   গ. শাস্ত্রানুসারে স্বর্গলোকের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। [পাঠ-২ দেখুন]
   ঘ. কেন নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ-৩ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১
১. খ ; ২. খ ; ৩. খ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২
১. খ ; ২. ঘ ৩. খ ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩
১. ক ; ২. ক ; ৩. ঘ ; ৪. খ